কাল মার্কস এর মত অনুযায়ী উৎপাদন ব্যবস্থার সংজ্ঞা

Mode of Production

মার্কসের মতে উৎপাদন ব্যবস্থায় হলো সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন প্রক্রিয়ার নিয়ামক। যে কোন নির্দিষ্ট সমাজে উৎপাদন পদ্ধতি গড়ে ওঠে উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক এই দুইয়ের সমন্বয়ের ভিত্তিতে । প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয় উৎপাদন শক্তির মাধ্যমে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবর্গের সম্পর্ক হল উৎপাদন সম্পর্ক। শ্রমিক এবং তার শ্রম শক্তি ,আনুষঙ্গিক হাতিয়ার ,যন্ত্রপাতি, কারিগরি জ্ঞান প্রভৃতিকে উৎপাদন শক্তি বলা হয় । উৎপাদন শক্তি গঠিত হয় উৎপাদনের উপায় এবং উৎপাদনের উপায় এর গতি সঞ্চারিত করার ক্ষেত্রে নিযুক্ত প্রয়োজনীয় স্তরের হাতিয়ার ও অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ সমূহকে নিয়ে।

প্রকৃত প্রস্তাবে উৎপাদন সম্পর্ককে বাদ দিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না । এই উৎপাদন সম্পর্ক সমাজ অনুযায়ী ভিন্ন হয়ে থাকে বস্তুত উৎপাদনের উপায় মালিকানার উপর উৎপাদন সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ভরশীল । উৎপাদন শক্তি উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হল নির্ভরশীলতার সম্পর্ক। উৎপাদন শক্তি উৎপাদনের উপাদান এর প্রকৃতি ও বিকাশের মাত্রার উপর উৎপাদন সম্পর্ক নির্ভরশীল । উৎপাদন সম্পর্কে বাদ দিলে উৎপাদন শক্তির আলোচনা অর্থহীন হয়ে পড়ে । তবে সমাজ বিকাশের একটি স্তরে উৎপাদন শক্তি প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়। তার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন এর পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

মানব সমাজের বিকাশ এর ইতিহাস বলতে পাদন ব্যবস্থার বিকাশের ইতিহাসকেই বোঝায়। উৎপাদন ব্যবস্থার কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল-

প্রথমত,উৎপাদন ব্যবস্থা গতিশীল এবং এই গতিশীলতার সঙ্গে সংহতি বজায় রেখে সমাজব্যবস্থা ,সামাজিক ধ্যান-ধারণা ,রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা ও প্রতিষ্ঠান এর পরিবর্তন ঘটে।

দ্বিতীয়তঃ , উৎপাদনে সর্বাধিক গতিশীল বিপ্লবী উপাদান হলো উৎপাদন শক্তি।

তৃতীয়তঃ শক্তি এবং তদনুযায়ী উৎপাদন সম্পর্ক পুরাতন ব্যবস্থা ধ্বংসের পর বা পুরাতন ব্যবস্থা থেকেই স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্টি হয় না। পুরাতন ব্যবস্থার মধ্যেই নতুন উৎপাদন শক্তি উৎপাদন সম্পর্ক মানুষের উদ্দেশ্য মূলক ও সচেতন চেষ্টা ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিলক্ষিত হয়।